(৩ নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাঃ

সূচনাঃ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে জানার পূর্বে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ,স্পষ্ট ও সম্যক ধারণা থাকা এবং উন্নত পর্যায়ের জ্ঞান রাখা " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া,মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট একজন সাধারণ মুসলিম ও বিশেষ করে একজন সর্বোৎকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মানুষের একান্ত অপরিহার্য ও ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এরূপ জ্ঞানের ফলে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির গভীর অনুরাগ, প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়। কারণ, কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে উত্তম ধারণার উৎপত্তি হওয়া এবং উক্ত বিষয় স্বীকার করে মেনে নেওয়া আর কোন বিষয়ে অপূর্ণ জ্ঞান বা ত্রুটি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে মন্দ ধারণার উৎপত্তি হওয়া এবং উক্ত বিষয় অস্বীকার করে প্রত্যাখান করা। এরুপ অবস্থার শিকার হওয়া একজন মুসলিম মানুষের জন্য খুবই অকল্যাণকর এবং মহা ক্ষতির কারণ।যে কোন মুসলিম মানুষ বিশেষ করে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্টতিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামধারী দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট একজন আলিম বা জ্ঞাণী মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ,স্পষ্ট ও সম্যক ধারণা অর্জন করতে এবং উন্নত পর্যায়ের জ্ঞান রাখতে সক্ষম হলে মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টিজগতের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সৃষ্টি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র সত্বার সৃষ্টি তত্বটি তার সহজে বোধগম্য হবে অন্যথায় বোধগম্য হবে না। সে জন্যেই আমি এখানে সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পরিচয়ঃ

প্রথমেই বাস্তব কথা হচ্ছে এ যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তাঁর কোন মাখলুকই অবগত নহেন। এমনকি তাঁর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষ জাতিও তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে অবগত নহেন এবং অবগত হতে পারবে না বরং অবগত

হতে অক্ষম ও অপরাগ। অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যে কোন নামের ধারণা বা কল্পনা মানব হৃদয়ে, অন্তরে ভেসে উঠে তাই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। তিনি (মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লা) হচ্ছেন মানব-দানব-ফেরেশতা এমনকি সমস্ত মাখলুকাতের ধারণা বহির্ভূত , অজানা,অবোধগম্য এক পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা।

যেমন- সুরা ইখলাসের (সুরা কুল হুআল্লহ) শানে নজুলে (অবতনের উপলক্ষ্যে) বর্ণনা আছে যে,

قَا لَ قَتَادَةُ و أَلْضَحَّاكُ وَمُقَاتِلُ :جَاءَ نَاسٌ مِنَ أَلْيَهُوْدِ إِلَى أَلنَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا :صِفْ لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّ أَللَّهَ أَنْزَلَ نَعْتَهُ فِى أَلتَّوْرَةِ فَاخْبِرْنَا مِنْ أَيِّ شَيٍّ هُوَ وَمِنْ أَيِّ جِنْسٍ هُوَ أَ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ نُحَاسٍ أَمْ فِضَّةٍ
অর্থঃ- কাতাদা, দাহহাক এবং মুকাতিল (রাআিল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত আছে- ইয়াহুদিদের পক্ষ হতে কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল, আপনি আপনার প্রভূর বর্ণনা দিন, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তওরাতে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব, আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন তিনি(আল্লাহ) কি বস্তুর, কি জিনিসের, তিনি কি স্বর্নের না রুপার ---? তখন মহান আল্লাহ তাআ'লা সুরা ইখলাস (সুরা কুল হুআল্লহ) নাযিল করেন।
মহান আল্লাহ তাআ'লা উপরে বর্ণিত সুরা ইখলাসে (সুরা কুল হুআল্লহ) তাঁর স্বরূপ বর্ণনা না করে শুধু তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে দিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেন নি। নিম্নে অপর আর একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

عَنْ أبِى هُرَيْرَ رَضِىَ أَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى أُنَا سٍ وَ هُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ فِيْمَ أَنْتُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ قَالُوْا نَتَفَكَّرُ فِى أَلْخَا لِقُ فَقَالَ تَفَكَّرُوْا فِى أَلْخَلْقِ وَ لاَ تَفَكَّرُوْا فِى أَلْخَا لِق فَإِ نَّهُ لاَ تُحِيْطُ بِهِ أَلْفِكْرَةُ .
অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়-মতামতরা রাদিআল্লাহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একদিন এমন কতগুলো মানুষের সামনে দিয়ে যেতে ছিলেন যারা ধ্যান মগ্ন। তাদের তিনি বললেন, তোমরা কি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছ ? তারা বলল, আমরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাদেরকে বললেন, তোমরা - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল (সৃষ্টিজগত) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর আর أَلْخَالِقُ - তথা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করো না। কারন, চিন্তা-ভাবনা তাঁকে আয়ত্ব করতে পারবে না,أَلْعَرائس (আল-আরাইস)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বয়ের পবিত্র বাণীর আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা নিষিদ্ধ এবং এ রকম চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনও নেই। কারণ, চিন্তা-ভাবনা করে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার স্বˆরূপ উৎঘাটন করা অসম্ভব। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই সেহেতু আমি এখন তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।
মহান আল্লাহ তাআ'লার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন- لَوَامِعُ النَّجْمِ (লাওয়ামিউন্নাজমি) কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এক হাজার নাম আছে যা আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া কেহ জানে না। আরও এক হাজার নাম আছে যা ফেরেশতাগণ জানেন। আরও এক হাজার

নাম আছে যা মুসলমানদের জবানে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে তিন শত নাম জবুর শরীফে, তিনশত নাম তওরাতে শরীফে, তিনশত নাম ইনজিল শরীফে এবং একশত নাম পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে নিরানব্বইটি নাম মানুষের মধ্যে প্রকাশ আ যেমন বুখারী শরীফের ৪৩১০ নং হদিস শরীফ এবং মুসলিম শরীফের ২৬৭৭ নং হাদিস শরীফে হযরত আবু হুরায়-মতামতরা রাদি আল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত আছে :----------

" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلَّهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُوْنَ إِسْمًا مِأَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا /مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مُسْلِم (অর্থ ঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হতে হযরত হযরত আবু হুরায়-মতামতরা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন : আল্লাহর নিরা নব্বইটি নাম রয়েছে। যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে)। একটি নাম গোপন আছে যাকে ইসমু জাত বলে।

তাছাড়া,পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত এক শত নামের মধ্যে একটি নাম মহান আল্লাহ তাআলার জাতি নাম। আর উহা হচ্ছে "আল্লাহু" । অবশিষ্ট নামগুলো হচ্ছে তাঁর গুণগত নাম। এই গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী। কোন কোন হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লার চার হাজার গুণবাচক নাম রয়েছে বলে বর্ণনা আছে । যদিও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সমস্ত মাখলুকাতের ধারণা বহির্ভূত ,অজানা,অবোধগম্য এক বিষয় কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে মাখলুকাতের তথা সৃষ্টিকুলের ধারণার আয়ত্বভূক্ত ,জানা, বোধগম্য বিষয় । এ সমস্ত পবিত্র গুণাবলীর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআ'লার বান্দাগন তাঁর পরিচয় লাভে সক্ষম হতে পারে। সে জন্যেই আমি এখানে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব। মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণগত নাম দুভাগে বিভক্ত।

১. ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর গুণগত নাম বা প্রকৃত গুণবাচক নাম।
২. নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর গুণগত নাম।

মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

আমি এখন মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী (أَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ) সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআ'ল্লাহু তাআ'লা।

ইতিবাচক গুণাবলী ((أَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّة : মহান আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত গুণাবলী তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁরই নিজস্ব সত্তার সাথে সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা থেকে অবিদ্যমান বা অনুপস্থিত থাকে না ঐ সমস্ত গুণাবলীকে ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ) বলে।

মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণগত নাম ০৮ টি (আট টি) । যেমন- (১) حَيَاةٌ -হায়াত বা জীবন (২) عِلْمٌ - ইলম বা জ্ঞান (৩) كَلَامٌ - কালাম বা কথন (৪) قُدْرَةٌ - কুদরাত বা ক্ষমতা (৫) اِرَادَةٌ - ইরাদা বা ইচ্ছা (৬) سَمْعٌ - সামউ'ন বা শ্রবন (৭) بَصْرٌ - বাসরুন বা দর্শ ন (৮) تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন। এ সকল গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রকৃত তথা ইতিবাচক গুণাবলী।

উপরোক্ত গুণগত নামগুলোর মধ্যে حَيَاةٌ -হায়াত বা জীবন নামক গুণটি অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলীর সমষ্টির সমন্বয়কারী। মহান আল্লাহ তাআ'লার উপরোক্ত গুণাবলীর যে কোন একটির সাময়িক বা ক্ষণিকের অবিদ্যমানতা বা অনুপস্থিতি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র

সত্তার ত্রুটি বলে গণ্য হবে। অথচ এটা মহান আল্লাহ তাআ'লার বেলায় অসম্ভব। কারণ, এরূপ যে কোন সামান্য ত্রুটি থেকে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্ত ও পবিত্র। তাই, এসমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে সর্বদাই অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং উপরোক্ত গুণাবলী হচ্ছে তাঁর অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। । এই জন্য ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) কে صِفَاتُ الذَّاتِ -সিফাতুজ্জাত তথা সত্তার গুন বলে।
এমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণগত নামের সদৃশ মানুষেরও ০৮টি (আটটি) ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) রয়েছে। যেমন- (১) حَيَاةٌ -হায়াত বা জীবন (২) عِلْمٌ - ইলম বা জ্ঞান (৩) كَلَامٌ - কালাম বা কথন (৪) قُدْرَةٌ - কুদরাত বা ক্ষমতা (৫) اِرَادَةٌ - ইরাদা বা ইচ্ছা (৬) سَمْعٌ - সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি (৭) بَصْرٌ - বাসরুন বা দর্শন শক্তি (৮) تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন। এই সকল গুণগত নামগুলো হচ্ছে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় أَلْمَخْلُوْقُ তথা সৃষ্টিকুলের প্রকৃত গুণাবলী।
উপরোক্ত গুণগত নামগুলোর মধ্যে حَيَاةٌ -হায়াত বা জীবন নামক গুণটি হচ্ছে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলের অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলীর সমষ্টির সমন্বয়কারী।

উপরোল্লিখিত মানুষের গুণাবলীর কোন একটি যদি উক্ত মানুষটির নিজস্ব জাত তথা সত্তার সাথে না থাকে তা হলে এটা হবে উক্ত মানুষটির মহা ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে । উদাহরণ স্বরূপ যদি উক্ত মানষটির حَيَاةٌ -হায়াত বা জীবন না থাকে তা হলে তাকে মৃত বলা হবে, عِلْمٌ - ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তাকে মূর্খ বলা হবে, كَلَامٌ - কালাম বা কথা বলার শক্তি না থাকলে তাকে মুক বা বোবা বলা হবে, سَمْعٌ সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি না থাকলে তাকে বধির বলা হবে, بَصْرٌ - বাসরুন বা দর্শন শক্তি না থাকলে তাকে অন্ধ বলা হবে, قُدْرَةٌ - কুদরাত বা শারিরীক শক্তি না থাকলে কোন কিছু ধরার জন্য হাত ব্যববহার করতে এবং কোথাও যাতায়াত করার জন্য পা ব্যবহার করতে অক্ষম বা অপরাগ হয়ে যাবে। অতএব, উক্ত গুণাবলীর অবিদ্যমানতা বা অনুপস্থিতি উক্ত মানুষটির মহা ত্রুটি বলে গণ্য হবে। তাই, উপরোক্ত গুণাবলী উক্ত মানুষটির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ । উক্ত গুণাবলী হতে একটি মানুষ কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। উপরোক্ত গুণাবলী হতে একটি মানুষ তার অতি নিকটতম-প্রিয়জনকে জনকে দানও করতে পারবে না। এটা তার পক্ষে অসম্ভব।এমতাবস্থায় যদি একটি মানুষ উপরোক্ত ইতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) কোন একটি গুণ কাউকে দান করে তা হলে সে তার অস্তিত্ব হারিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তবে, মানুষের ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " تَكْوِيْنٌ - " তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির দ্বারা মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার নিজ ইচ্ছানূযায়ী নতুন কিছু উদ্ভাবন করে থাকেন কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। " تَكْوِيْنٌ - " তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির অনুপস্থিতিতে মানুষ নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে অক্ষম হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে "تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটি এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির মাঝে নামে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের গুণাবলী মূলত এক নহে। তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে - أَلْخَالِقُ তথা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আর মানুষের গুণাবলী হল - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল হিসেবে।

মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে صِفَاتٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ তথা নিরংকুশ চিরন্তন গুণাবলী আর মাখলুক বিশেষ করে মানুষের উক্ত গুণাবলী হচ্ছেصِفَاتٌ عَلَى الْإِخْتِيَارِ তথা দানকৃত বা সৃষ্ট গুণাবলী।

মহান আল্লাহ তাআ'লা ও মানুষের মধ্যে কর্ম-ক্ষমতার পার্থক্য হচ্ছে সীমাহীন কল্পনাতীত । মানুষ তার عِلْمٌ - ইলম বা জ্ঞান নামক গুণটি বাস্তবায়ন করতে চাইলে তাকে তার মস্তিস্ক ব্যবহার করতে হয় । এমনিভাবে মানুষ তার كَلَامٌ - কালাম বা কথা বলার শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য মুখ ও জিহবা ব্যবহার করতে হয়, سَمْعٌ সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য কান ব্যবহার করতে হয়, بَصْرٌ - বাসরুন বা দর্শন শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য চোখ ব্যবহার করতে হয়, এবং কুদরাত বা ক্ষমতা নামক গুণটি প্রয়োগ করে কোন কিছু ধরার জন্য হাত , চলাফেরা বা কোথাও যাতায়াতের জন্য পা ব্যবহার করতে হয় কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর উপরোল্লিখিত ইতিবাচক গুণাবলীর ((أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ যে কোনটি প্রদর্শন করতে চাইলে তাঁর উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিতে হয়না বরং তাঁর জাতের তথা সত্তার সর্বাংশ দিয়েই কথা বলতে পারেন, শ্রবন করতে পারেন, দর্শন করতে পারেন, ধরতে পারেন ইত্যাদি। আপনি হয়ত বলবেন যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জাতের তথা সত্তার সর্বাংশ দিয়েই কথা বলতে পারেন, শ্রবন করতে পারেন, দর্শন করতে পারেন, ধরতে পারেন এটা তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব ?

বর্তমান বিজ্ঞানের নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি ও বস্তুরাজির অভিনব শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে এর উত্তর দেওয়া অত্যন্ত সহজ ও সম্ভব। যেমন- মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থানের কথা-বার্তা, আওয়াজ ও ছবি ধারন করা যায়। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কান ও চোখ দরকার হয়না । বরং ডিভাইসটির সর্বাংঙ্গ দিয়েই কাজটি সম্ভব হয়। বর্তমানের চুম্বক নামে একটি পদার্থ জাতীয় বস্তু দিয়ে অন্য একটি বস্তু ধরতে চুম্বকের হাত ব্যবহার করতে হয় না। বরং এর ভিতরকার অন্তর্নিহিত আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমেই অন্য কোন কিছু ধরার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। এমনিভাবে বিমান ও বিমানের মত অন্যান্য বিজ্ঞানের নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি ও বস্তুরাজির দূরবর্তী স্থানে গমনা-গমনের বা যাতায়াতের জন্য পা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বরং এর ভিতরকার অন্তর্নিহিত চলৎ শক্তি বা চালিকা শক্তির ব্যবহার দ্বারাই উক্ত যাতায়াতের মত সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে যায়। এমনিভাবে রিমোট কন্ট্রোল তথা দূর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমেও অনেক নিকট-দূরের বস্তুকে হাত-পা ছাড়াই নিয়ন্ত্রন করা যায়। যেমন নিকটের বস্তুর মধ্যে টিভি, কমপিউটার ইত্যাদি আর দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে মিসাইল বা ক্ষেপনাস্ত্র, বোমা ইত্যাদি আধুনিক বস্তু ও যন্ত্রপাতি শুধু মাত্র একটু ছোট ডিভাইসের মাধ্যমে হাত-পা ছাড়াই দূর থেকে নিয়ন্ত্রন করা যায় ।এই সবই - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল সম্পর্কীয় ইতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) অন্তর্ভূক্ত قُدْرَةٌ - কুদরাত বা ক্ষমতা নামক গুণটির ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায়। এরূপে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার স্বরূপ বা সত্তার গুণাবলী সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি ও ধারণা পেতে পারি। আমি আপনাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার স্বরূপ বা সত্তার গুণাবলী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

মানুষ তার "تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটি দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তার উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয় আর মহান আল্লাহ তাআ'লার তাঁর "تَكْوِيْنٌ - তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটি দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তাঁর উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিতে হয়না বরং "كُنْ فَيَكُوْنُ" বললেই কাজটি হয়ে যায়। এই - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল (সৃষ্টিজগত) হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) অন্তর্ভূক্ত "تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।

তবে, ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজ ইচ্ছানূযায়ী যা চান তাই সৃজন করে থাকেন।

ঠিক তদ্রুপই, মহান আল্লাহ তাআ'লা তিনি তাঁর ইতিবাচক গুণাবলীর (اَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ) কোনটিকেই তাঁর কোন - اَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলকে এমনকি তাঁর কোন নিকটতম প্রিয়জনকেও প্রদান করতে পারেন না। এটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানা দরকার ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, "মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী হতে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না"।
কিন্তু ইতিবাচক গুণাবলীর (اَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কিছু প্রকাশ হয়। এই প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়াবলী দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই রূপে - اَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার মহানত্ব সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারে।
উপরে মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলীর আলোচনার আলোকে আমরা তাঁর পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যত সামান্য ধারণা লাভ করলাম। আমরা মহান আল্লাহ তাআ'লার - اَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল হিসেবে তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আমাদের কর্তব্য। সে দৃষ্টি কোন থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্বা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নিলাম। মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ) সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার দ্বারা মানব মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় আমি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত রয়ে গেলাম।

মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআ'ল্লাহ তাআ'লা। এই নেতিবাচক গুণাবলী বিকাশের লক্ষেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর এ বিশাল জগত সৃষ্টি করেছেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা হাদিসসে কুদসীতে বলেন।---

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَف فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ. অর্থঃ -আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজকে পরিচিত করতে চাইলাম, তাই জগত সৃষ্টি করলাম।
নেতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) : মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর অধ্যায়ে বর্ণিত ০৮ টি ইতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ) ব্যতীত ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কিত মহান আল্লাহ তাআ'লার অন্যান্য সকল গুণাবলীকেই নেতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) বলে। এই সমস্ত গুণাবলী ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্ক থাকায় এ নেতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ কে صِفَاتُ الْأَفْعِالِ তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলে। صِفَاتُ الْأَفْعِالِ তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলার কারণ এই যে, যে সমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাতে তথা অপরিহার্য পবিত্র সত্তায় সাময়িক বা ক্ষণিকের জন্য অপ্রকাশিত বা অপ্রদর্শিত থাকলে তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার ক্ষতির বা ত্রুটির কারণ হয়না সে সমস্ত গুণাবলীকে صِفَاتُ الْأَفْعِالِতথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলে। এই নেতিবাচক গুণাবলী اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ কর্ম সংগঠনের জন্য বা কোন উপলক্ষ সামনে উপস্থিত হয়ে পড়লে উক্ত গুন প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় অন্যথায় নহে। যেমন- কাউকে ইজ্জত-সম্মাণ দান করা বা অপদস্ত করা বা সম্মাণ দান কারী, অপদস্ত কারী । এই দুটি গুণ প্রয়োজনের তাকিদে চাহিদানূসারে কোন উপলক্ষ বা কারণের উপস্থিতিতে সময় সময় প্রকাশ পায় বিধায় উক্ত গুণদ্বয় বা উক্ত গুণ সদৃশ অন্যান্য

গুণাবলীকে صِفَاتُ الْأَفْعَالِ তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলে। যেহেতু এ সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজনের তাকিদে চাহিদানূসারে কোন উপলক্ষ বা কারণের উপস্থিতিতে সময় সময় প্রকাশ পায় এবং উক্ত গুণাবলী সর্বদা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না বিধায় উক্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকা সত্বেও সার্বক্ষণিক প্রকাশমান থকে না। তাই এ সমস্ত গুণাবলীকে নেতিবাচক গুণাবলী ((أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ বলে। এই নেতিবাচক গুণাবলী ((أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে। তবে এই সমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই নিজস্ব সত্তার সাথে অপ্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। মহান আল্লাহ তাআ'লার এ সমস্ত গুণাবলীর প্রতিক্রিয়ার ফলাফল তাঁর أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল প্রয়োজন মাফিক ভোগ করে থাকে। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি তাঁর - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল ভোগ করে থাকে। এই দয়া-মায়া , ভালবাসা ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর ফল। জগত সৃষ্টির অবোধগম্য সূক্ষè পদ্ধতির মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন গুণাবলীর প্রতিক্রিয়ার ফলাফল - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান হয়।
এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানা দরকার ও মনে রাখা প্রয়োজন যে,------"মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী (أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) থেকে কিছু সৃষ্টি হয় না"।
মহান আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন নেতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) বাহ্যত নাম সদৃশ মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলেরও নেতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) রয়েছে। যেমন- মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলের দয়া-মায়া, ভালবাসা, দয়াশীল, মায়াশীল, সম্মাণ দান কারী, অপদস্ত কারী,হত্যাকারী ইত্যাদি । তবে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় - أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলের নেতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) হচ্ছে সৃষ্ট বিষয় (أَلْمَخْلُوْق)। এ সব সূক্ষè সৃষ্ট বিষয় (أَلْمَخْلُوْق) এবং সৃষ্ট বিষয়াবলী أَلْمَخْلُوْقَاتُ) মহান আল্লাহ তাআ'লার "(نُوْرٌ) নূর" নামক চিরন্তন স্বতন্ত্রগুণ তথা জাতি নূরের তাজাল্লী থেকে সৃষ্ট।(মাখলুক সৃষ্টির পদ্ধতিটির বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে)।

মহান আল্লাহ তাআ'লার নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা " শুধু /একক নূর" নামক চিরন্তন স্বতন্ত্রগুণ তথা জাতী নূরের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহান আল্লাহ তাআÕলার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত তাঁর ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ এবং নেতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার এমন এক স্বতন্ত্র গুণের আলোচনা করব যা তাঁর ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) এবং নেতিবাচক গুণাবলীর((أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ অন্তর্ভূক্ত নহে। এ স্বতন্ত্র গুণটির নাম "(نُوْرٌ) নূর" । এই (نُوْرٌ) " নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার স্বীয় জোতির্ময় পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত অবিচ্ছিন্ন গুণ। এ অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র গুণটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এই "(نُوْرٌ) নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার বাহিরের

অংশও নহে বরং তাঁর পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই সত্তার সাথে সম্পৃকত ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিদ্যমান আছে।

যেহেতু এই (نُوْرٌ) " নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআÕলার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার বাহিরের অংশও নহে বরং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত একটি গুণ ও তাঁরই সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃকত সেহেতু এই (نُوْرٌ) " নূর " কে (" نُوْرُ اَلذَّاتِ") জাতের নূর বা তথা প্রচলিত ভাষায় "জাতী নূর" বলে। মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃকত থাকা অবস্থায় এই "জাতী নূর" কে নূরুমমুজাররাদুন (" نُوْرٌمُجَرَّدٌ")তথা "শুধু /একক নূর" বলে। এই নূরুমমুজাররাদুন (" نُوْرٌمُجَرَّدٌ")তথা "শুধু /একক নূর" তথা "জাতী নূর" মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃকত থাকা অবস্থায় অদৃশ্যমান অবস্থায় থাকে।এই নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা "শুধু /একক নূর" তথা "জাতী নূর" কে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না,এমনকি হৃদয় দিয়ে উপরন্দি করা যায় না । এই নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা "শুধু /একক নূরের" তথা " জাতী নুরের"কারনে মহান আল্লাহ তাআÕলা তাঁর নিজস্ব জাত তথা সত্তা নিয়া যেরূপ জোতির্ময় হয়ে থাকেন ঠিক তেমনি উক্ত (نُوْرٌ) " নূর" দ্বারা সূক্ষè পদ্ধতিতে বিশ্ব জগতকেও আলোকিত করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কুদরতী কৌশলের মাধ্যমে - اَلْمَخْلُوْقُ তথা সৃষ্টিকুলের অবোধগম্য প্রক্রিয়ায় তাঁর নিজ (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) নূরুমমুজাররাদুন তথা " শুধু /একক নূর" তথা "জাতী নূরের" তাজাল্লী বা জ্যোতি থেকেই এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন।

নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَخْلُوْقٌ") তথা " সৃষ্ট নূর " এর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

বিশ্ব জগত সৃষ্টির অবোধগম্য প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

মহান আল্লাহ তাআÕলার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী, নেতিবাচক গুণাবলী এবং তাঁর অস্পর্শযোগ্য অদৃশ্যমান নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা জাতী নূর সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি। এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় মাখলুক - اَلْمَخْلُوْقُতথা বিশ্বসৃষ্টির মূল সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সত্তার সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা।

উহা এ যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা একমাত্র ¯্রষ্টা। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি একাই ছিলেন। কেউ তাঁর পরিচয় জানার ছিল না। কতকাল ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজেকে গোপন করে রাখলেন, নিজের পবিত্র জাতকে সুপ্ত করে রাখলেন তা একমাত্র তাঁকে ছাড়া কেউ অবগত নহে। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর اَرَادَةُ - ইরাদা বা ইচ্ছা নামক ইতিবাচক গুণাবলীর (اَلصِّفَةُالإِيْجَابِيَّةُ মাধ্যমে তাঁরই নিজস্ব পবিত্র সুপ্ত জাত তথা সত্তাকে বিকশিত করতে চাইলেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা হাদিসে কুদসীতে বলেন।

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. অর্থঃ-আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজকে পরিচিত করতে চাইলাম, তাই জগত সৃষ্টি করলাম।
মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সেই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তথা প্রিয় মাখলুক সৃষ্টির মানসে أَرَادَةٌ -ইরাদা বা ইচ্ছা নামক ইতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُমাধ্যমে নিজ পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত ৎঅবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত অদৃশ্যমান নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা " শুধু /একক নূর" তথা জাতী নূরের দিকে জালালী নজরে তথা তীক্ষè দৃষ্টিতে তাকানো মাত্রেই উক্ত অদৃশ্যমান নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা " শুধু /একক নূর" তথা "জাতী নূর" হতে একটু তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকশিত হল। মহান আল্লাহ তাআ'লা তিনি তাঁর كَلَامٌ - কালাম বা কথন নামক ইতিবাচক গুণাবলী (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ সম্পন্ন "كُنْ فَيَكُوْنُ" বাক্য সম্বলিত তাঁর ইতিবাচক গুণাবলীর (أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ অন্তর্ভূক্ত "تَكْوِيْنٌ -তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটি দ্বারা উক্ত বিকশিত তাজাল্লী বা জ্যোতিকেই "نُوْرٌ جَلِيٌّ" তথা "দৃশ্যমান নূরে" পরিণত করলেন। এই দৃশ্যমান (نُوْرٌ) " নূর" টিকেই নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ")তথা "সৃষ্ট নূর"বলে। ইহাই মাখলূক তথা বিশ্ব সৃষ্টির মূল নূর তথা নূরে আসলী বলে পরিচিত ।এই নূরে আসলীকেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নূর বা নূরে মুহাম্মাদী বলে।
উপরোল্লিখিত নূর থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা আলমে ইমকান তথা ইমকান জগত সৃষ্টি করলেন। এ জন্যই এ নূর কে আবার ইমকানী নূরও বলে। আলমে ইমকান বলতে বুঝায় আলমে খালক থেকে শুরু করে আলমে আমর পর্যন্ত সমস্ত জগতকে বলে। "আলমে খলক" বলতে "জড় জগত" কে বঝায় আর "আলমে আমর" বলতে "আদেশ জগত তথা সূক্ষè জগত"কে বুঝায়।

মহান আল্লাহ তাআ'লার "(نُوْرٌ)নূর" নামক গুণটি মানব জ্ঞানের অবোধগম্য একটি বিষয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার "(نُوْرٌ) নূর" নামক অবোধগম্য গুণটিকে একটি বোধগম্য বাস্তব বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে সম্মাণিত পাঠকবর্গের নিকট বোধগম্য করে তোলা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেমন ধরুন মানুষের দেহাভ্যন্তরে "তাপ" নামক একটি সূক্ষè বিষয় আছে। এই "তাপ" মানুষের নিজস্ব জাত নহে,তার জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং উহা তার জাতের তথা তার সত্তার বাহিরের অংশও নহে বরং এই "তাপ" নামক গুণটি মানুষের নিজস্ব জাতের তথা তার সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তার জাতের তথা তার সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে। যেহেতু এই "তাপ" নামক সূক্ষè বিষয়টি মানুষের নিজস্ব জাতের তথা সত্তার অংশ নহে সেহেতু এ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু অংশ অন্যত্র দান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব বা মানুষ থেকে আলাদা অন্য কোন বস্তুর জন্য এ "তাপ" নামক মানবীয় গুণ থেকে উপকার পাওয়া কোন অসম্ভব নহে বরং সম্ভব।
যেমন-মানুষের আভ্যন্তরীন এই "তাপ" দ্বারা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র কার্যক্ষম থাকে, ঘড়ি চলে এমনকি পাখীর ডিম ফুটানো যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আভ্যন্তরীন এই "তাপ" নামক মানবীয় গুণ থেকে আরো অনেক উপকার নেওয়া, পাওয়া সম্ভব। উপরে বর্ণিত "তাপ" নামক গুণটি থেকে বিভিন্ন প্রকার উপকারী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে মানুষের নিজস্ব জাতের তথা সত্তার কোন ত্রুটিই পরিলক্ষিত হবে না বা কোন ত্রুটিই হবেনা।
ঠিক তদ্রুপই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব জাতের তথা সত্তার অনার্নিহিত এই "নূর" নামক গুণটি থেকে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া, কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর কোন মাখলুককে কিছু প্রদান করা মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষে সম্ভব। কারণ এই "নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র

সত্তার অংশও নহে। তাই এই "নূর" নামক গুণটি থেকে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া , কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর কোন - اَلْمَخْلُوْقُ তথা সৃষ্টিকুলকে (সৃষ্টিজগতকে) কিছু প্রদান করা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার কোন ত্রুটি হবে না।
অতএব, এই অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ " মহান আল্লাহ তাআ'লার পরিচয়" প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে নামই বা যে নামের ধারণাই মানব মনে বা মানস পটে ভেসে উঠে ঐ নামের সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। তাই, উহা থেকে তাঁর - اَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুলকে কিছূ দান করা ,উহা থেকে কিছু প্রকাশ পাওয়া বা কিছু সৃষ্টি করা, সৃষ্টি হওয়া শিরক (شِرْكٌ) তথা অংশীদারিত্ব নহে।
উপরোক্ত প্রাপ্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার "নূর" নামক গুণটি সম্পর্কে তাঁর প্রিয়مَخْلُوْقُ তথা প্রিয় সৃষ্টি মানুষ জাতির হৃদয় পটে ধারণা থাকায় উহা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। কারণ,কোন বোধগম্য বিষয়ই বা কোন জানা বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে ।
মহান আল্লাহ তাআ'লার এই (نُوْرٌ)" নূর" নামক গুণটি থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার " اَلنُّوْرُ - নূর দান কারী" গুণবাচক নামটির উৎপত্তি হয়েছে।
মহান আল্লাহ তাআ'লার(اَلنُّوْرُ)" নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে। আর মহান আল্লাহ তাআ'লার (اَلنُّوْرُ)"নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নও নহে। তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার (اَلنُّوْرُ)" নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিদ্যমান আছে।
পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলী (اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ এবং নেতিবাচক গুণাবলীর ((اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ মধ্যে মহান আল্লাহ তাআ'লার (اَلنُّوْرُ) " নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র গুণ যা ইতিবাচক গুণাবলীও (اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ) নহে এবং নেতিবাচক গুণাবলীও ((اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ নহে।
এ "- اَلنُّوْرُ নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাতে তথা অপরিহার্য পবিত্র সত্তায় সাময়িক বা ক্ষণিকের জন্য অপ্রকাশিত বা অপ্রদর্শিত থাকলে অন্যান্য নেতিবাচক গুণাবলী ((اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ আর প্রকাশিত বা প্রদর্শিত হবে না।
অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার (اَلنُّوْرُ) " নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি সমস্ত নেতিবাচক গুণাবলীর ((اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ সমন্বয়কারী।

(نُوْرٌ) " নূর" এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ

সূচনাঃ আপনি যদি আলমে খালক তথা জড় জগত থেকে শুরু করে আলমে আমর তথা সূক্ষ্ম জগত এবং উক্ত জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে আপনি তিন প্রকার বস্তু, কাজ ও বিষয়সমূহ দেখতে পাবেন। যেমন- ১. স্থূল ২. সূক্ষ্ম ৩. সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম । যেহেতু সমস্ত জগত এবং জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহের সব কিছুই মহান আল্লাহ তাআ'লার (نُوْرٌ) "নূর" নামক গুণটি থেকেই সৃষ্ট সেহেতু বস্তু, কাজ ও বিষয়সমূহ স্তরভেদে তিন প্রকার হওয়ায় (نُوْرٌ) " নূর" এর স্তর বা

অবস্থাও তিন প্রকার। যেমন- ১. স্থূল (نُوْرٌ) নূর ২. সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর ৩. সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর । স্থূল (نُوْرٌ) নূর দ্বারা জড় জগত এবং জড় জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। জড় জগতের বস্তুগুলো পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শযোগ্য, বোধগম্য বা হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি এবং অনুভূতিতে অনুভবযোগ্য। যে(نُوْرٌ) নূর চোখে দর্শনযোগ্য এবং হাতে স্পর্শযোগ্য তাই স্থূল (نُوْرٌ) নূর। স্থূল (نُوْرٌ)নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।

১. স্থূল (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃ যেমন-আকাশ-জমিন, দৃশ্যমান বর্তমান বিশ্ব ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার বস্তুসমূহ যেমন-----পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর,চন্দ্র-সুর্য, নদ-নদী, মাটি-পানি, গাছ-পালা,তরুলতা, গ্রাম-শহর, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, মসজিদ-মাদরাসা, স্বর্ন-রূপা ইত্যাদি।
ঘরেব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র/আসবাবপত্রসমূহঃ যেমন---
চেয়ার,টেবিল,খাট,সোফাসেট,ওয়াড্রপ, ড্রেসিং টেবিল এবং রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী যেমন---পাতিল, চামচ, গ্লাস, ঢাকনা ইত্যাদি এ রকম আরো স্পর্শযোগ্য, দর্শনযোগ্য উত্তম বস্তুরাজি রয়েছে ।
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দব্যসমূহ:--ধান, চাল, ডাল, চিনি, তৈল, আদা-জিরা, পিয়াজ, রসুণ, দুধ ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার ফলসমূহ যেমন---কলা, আপেল, কমলা লেবু, খেজুর, আনার ইত্যাদি আরো অনেক স্পর্শযোগ্য, দর্শনযোগ্য নিকৃষ্ট বস্তুরাজি রয়েছে। যেমন---প্রস্রাব,পায়খানা, পুঁজ, শ্লেস্মা, থূথু,লালা, নাক-কানসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা, পচা গন্ধ বস্তুরাজি ইত্যাদি সবই স্থূল (نُوْرٌ) নূরের উদাহরণসমূহ।

উপরে স্থূল (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখন নিম্নে সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ দেওয়া হল।.

২. সূক্ষ্ম (نُوْرٌ)----------
(ক) সূক্ষ্ম(نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃ যেমন---যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় চোখে দেখা অথবা দেহত্বক দ্বারা অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা বা স্পর্শ করা যায় না উহাই সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট বস্তু বা বিষয়। যেমন---আলো, বাতাস,আরশ, কুরসী।
(খ) সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় উৎকৃষ্ট কাজসমূহের উদাহরণঃ শিক্ষাদান করা, জীবিকা অর্জন করা, চিকিৎসা করা, অন্যেও উপকার করা, অসহায়কে সহায়তা দান করা ইত্যাদি আরো অন্যান্য উত্তম কাজসমূহ।
(গ) সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় নিকৃষ্ট কাজসমূহের উদাহরণঃ চুরি করা,মারামারি করা,ঝগড়া করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজসমূহ।

৩. সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃ যেমন----ফেরেস্তা, রূহ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, দয়া-মায়া, স্নেহ, আকর্ষণ,অনুরাগ, ইশক, মহব্বত-ভালবাসা,প্রেম-প্রীতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, ব্যথা-কষ্ট, ভাল-মন্দ, উত্তম-অধম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, ইত্যাদি উত্তম গুণসমূহ

এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-মিত্রতা,, লোভ-ক্ষোভ,মোহ, রাগ,গোস্বা,পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ইত্যাদি নিকৃষ্ট দোষসমূহ এবংজানা-অজানা অন্যান্য নাম ও নামের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু, কাজ ও বিষয়-ব্যাপারসমূহের ধারণা যা মানুষের স্মৃতি পটে ভেসে উঠে সব কিছুই সূক্ষাতি সূক্ষ (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট ।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, সমুদয় কিছু (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট হওয়া সত্বেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেহেতু জগত সৃষ্টির মূল সেহেতু সৃষ্টি তত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টিগত দিক দিয়েও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের মত মানুষ নহেন।

উপরে (نُوْرٌ)" নূর" এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিত উদাহরণসমূহের সকল প্রকার বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহ নূরে মুহাম্মাদী থেকেই সৃষ্ট। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি তত্ত্বটি সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্যই আমি নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ") তথা " সৃষ্ট নূর " সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নিলাম।

এখন আমি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "মহান সৃষ্টি" তত্ত্বের দুটি পর্যায় উদাহরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার "মহান সৃষ্টি" তত্ত্বের প্রথম পর্যায়ঃ

আমি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গের "মহান আল্লাহ তাআ'লার পরিচয়" নামক অধ্যায়ে নূর (نُوْرٌ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার নূরুমমুজাররাদুন ("نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা জাতী নূর ও নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ") তথা "সৃষ্ট নূর "তথা মাখলুক - اَلْمَخْلُوْقُতথা বিশ্বসৃষ্টির মূল নূর তথা জাতী নূর এর পার্থক্য এবং নূর (نُوْرٌ)এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমি হাদিস শরীফ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘عَنْ أَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَلَى ؟ فَقَالَ: هُوَ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَاجَابِرُ خَلَقَهُ أَللهُ ‘ ثُمَّ خَلَقَ فِيْهِ كُلَّ خَيْرٍ

‘وَ خَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْئٍ‘وحِيْنَ خَلْقَةٍ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِنْ مَقَامِ الْقُرْبِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ

ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ فَخَلَقَ الْعَرْشَ/الْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ: وَحَمِلَةَ الْعَرْشِ وَ خَزَنَةَ الْكُرْسِيْ مِنْ قِسْمٍ‘ وَأَقَامَ أَلْقِسْمَ اَلرَّابِعَ مِنْ مَقَامِ الْحُبِّ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ‘ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ فَخَلَقَ الْقَلَمَ مِنْ قِسْمٍ‘ وَاللَّوْحَ مِنْ

قِسْمٍ‘ وَالْجَنَّةَ مِنْ قِسْمٍ‘ ثُمَّ ◌َأَقَامَ أَلْقِسْمَ أَلرَّابِعَ مِنْ مَقَامِ الْخَوْفِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ‘ ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الْمَلاَئِكَةَ مِنْ جُزْءٍ وَ الشَّمْسَ مِنْ جُزْءٍ وَالقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ جُزْءٍ ‘ وَأَقَامَ أَلْجُزْءَ أَلرَّابِعَ فِى مَقَامِ الْرَّجَاءِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ‘ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ جُزْءٍ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيْقَ مِنْ جُزْءٍ وَأَقَامَ أَلْجُزْءَ أَلرَّابِعَ فِى مَقَامِ الْحَيَاءَ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ‘ ثُمَّ نَظَرَ أَللّه عَزَّ وَجَلَّ ◌ُ إِلَيْهِ فَتَرَشَّحَ أَلنُّوْر عَرَقًا فَقَطَرَ مِنْهُ مِأَةُ أَلْف وعِشْرُوْنَ ألف وَأَرْبَعَةُ ألاف قُطْرَةً مِنْ نُوْرٍ، فَخَلَقَ أَللّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ رُوْحَ نَبِيٍّ، أَوْ رُوْحَ رَسوْلٍ ثُمَّ تَنَفَّسَتْ أَرْوَاحُ الأَنْبِيَاءِ فَخَلَقَ أَللّهُ مِنْ أَنْفَاسِهِمْ الأَوْلِيَاءَ وَالشُّهَدَاءَ وَالسُّعَدَاءَ وَالْمُطِيْعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ مِنْ نُوْرِي وَالْكُرُوْبِيُوْنَ مِنْ نُوْرِي والرُّحَانِيُّوْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرِي وَالجَنَّةَ وَمَا فِيْهَا مِنْ مَنَ النَّعِيْمِ مِنْ نُوْرِي، وَمَلاَئِكَةُ السَمَوَاتِ السَبْعِ مِنْ نُوْرِي، والشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالكَوَاكِبِ مِنْ نُوْرِي، والْعَقْلُ وَالتَّوْفِيْقُ مِنْ نُوْرِي، وَ أَرْوَاحُ الرَّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ مِنْ نُوْرِي ،وَالشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ وَالصَّا لِحُوْنَ مِنْ نِتَاجِ نُوْرِي ، ثُمَّ خَلَقَ أَللّهُ إِثْنَي عَشَرَ أَلْفَ حِجَابٍ فَأَقَامَ اللّهُ نُوْرِي وَهُوَ الجُزْءُ الرَّابِعُ ، فِى كُلِّ حِجَابٍ أَلْف سَنَةٍ ، وَ هِيَ مَقَامَاتُ العُبُوْدِيَّةِ وَالسَّكِيْنَةِ وَالصَّبْر ,الصِّدْقِ وَالْيَقِيْنِ، فَغَمَسَ اللّه ذَلِكَ النُوْرَ فِي كُلِّ حِجَابٍ ألف سنة، فَلَمَّا أَخْرَجَ اللّه النُّوْرَ الحُجُبِ رَكَّبَهُ اللّهُ فِي الأَرْضِ فَكَانَ يُضِيْء مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، ثُمَّ خَلَقَ اللّهُ آدَمَ مِنَ الأَرْضِ فَرَكَّبَ فِيْهِ النُّوْرَ فِيْ جَبِيْنِهِ ، ثُمَّ اِنْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى شِيْثٍ، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَ طَيِّبٍ ، وَ مِنْ طَيِّبٍ أَلَى طَاهِرٍ، إِلَى أَنْ أَوْصَلَهُ اللّه صُلْبَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمِنْهُ إِلَى رِحْمِ أُمِّي آَمِنَه بِنْتِ وَهْبٍ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي إِلَى الدُّنْيَا فَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ وَقَائِدَالْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَ هَكَذَا كَانَ بِدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يا جَابِرُ ـ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

প্রথম হাদিস শরীফখানার অনুবাদঃ

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আল্লাহ তাআলার প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সেটা তোমার নবীর নূর (نُوْرٌ),এটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন হে জাবের, তারপর এতে সব কল্যাণ সৃষ্টি করলেন আর উহার (نُوْرٌ- নূর) পর সব কিছু সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার সময়ই তিনি (আল্লাহ তাআলা) উহাকে (نُوْرٌ- নূরকে) তাঁর নৈকট্যের সামনে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর সেই নূরকে চারভাগ করলেন। আরশ/কুরসীকে এক ভাগ থেকে আর এক ভাগ থেকে অরশ বহনকারী ও করসীর --কে সৃষ্টি করলেন। চতর্থ ভাগকে ভালবাসার মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর নূরের (نُوْرٌ)এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে কলম,দ্বিতীয় ভাগ থেকে লওহ ,তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত এবং নূরের (نُوْرٌ) চতুর্থ ভাগকে ভয়ের মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে ফেরেস্তা ,দ্বিতীয় ভাগ থেকে সূর্য ,তৃতীয় ভাগ থেকে গ্রহ এবং নূরের (نُوْرٌ) এই চতুর্থ ভাগকে রযা তথা আশার মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে আকল তথা বুদ্ধি ,দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইলম ও হিকমাহ ,তৃতীয় ভাগ থেকে ইসমাত ও তাওফিক এবং নূরের (نُوْرٌ)এই চতুর্থ ভাগকে হায়া তথা লজ্জার মাকামে ১২(বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। অতপর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এই চতুর্থ ভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত নূর (نُوْرٌ) ঘর্মাক্ত হল। ফলে এই নূর (نُوْرٌ) এর ঘাম থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ফোটা পতিত হল। প্রত্যেক ফোটা থেকে নবী ও রসুলদের রূহ সৃষ্টি করলেন। তারপর নবীদের রূহগুলো শ্বাস-প্রশাস ছাড়ল। তাঁদের শ্বাস-প্রশাস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আওলিয়া, শহীদগন, ভাগ্যবানদের ও অনুগতশীলদের সৃষ্টি করলেন। আরশ, কুরসী আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, কুরুবিউদেরকে আমার নূর(نُوْرٌ)থেকে, রূহওয়ালা ও ফেরেস্তাদেরকে আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ আমার নূর (نُوْرٌ) থেকে,

আকল ও তাওফিক আমার নূর (نُوْرٌ) থেকে,নবী-রসুরদের রূহ আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, শহীদ, ভাগ্যবান ও নেককারদেরকে আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে,তারপর আল্লাহ ১২(বার) হাজার পর্দা সৃষ্টি করলেন। অতপর আমার চতুর্থ ভাগের নূরকে (نُوْرٌ) প্রত্যেক পর্দাতে ০১ (এক) হাজার বছর করে রেখে দিলেন। এটা হচ্ছে দাসত্বের, শান্তির, ধৈর্যের, সত্যবাদিতা ও ইয়াকীনের মাকাম। তারপর উক্ত নূরকে প্রত্যেক পর্দার ভিতরে এক হাজার বছর করে ডুবিয়ে রাখলেন। অতপর আল্লাহ পর্দাগুলো থেকে ঐ নূরকে (نُوْرٌ)বের করে পৃথিবীতে স্থাপন করলে উক্ত নূর (نُوْرٌ)থেকে অন্ধকার রাতে প্রদীপের মত জমিন হতে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার সকল কিছুকেই আলোকিত করছিল ।তারপর আল্লাহ মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করে উক্ত নূরকে (نُوْرٌ)তার কপালে স্থাপন করলেন। অতপর উক্ত নূর(نُوْرٌ) আদম থেকে শীষ এর নিকট স্থানানতরিত হল। অতপর উক্ত নূর (نُوْرٌ)পবিত্র থেকে উৎকৃষ্টের দিকে আর উৎকৃষ্ট থেকে পবিত্রের দিকে স্থানানতরিত হতে লাগল।শেষ পর্যন্ত আল্লাহ উক্ত নূরকে(نُوْرٌ)আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঔরস পর্যন্ত পৌঁছালেন। সেখান থেকে উক্ত নূর(نُوْرٌ)আমার মার (জননীর) রেহেমে স্থানানতরিত হল। তারপর আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে পাঠালেন। অতপর তিনি আমাকে রসুলদের সরদার/ নেতা,নবীদের শেষ ও বিশ্বের রহমত স্বরূপ এবং শুভ্র অভিজাতদের নেতা করলেন। এইরূপই তোমার নবীর সৃষ্টির সূচনা ছিল।

সূত্রঃ (মুসান্নাফে আব্দুররাজ্জাক জন্ম-১২৬ হিজরী, ইনতিকাল-২১১ হিজরী) بَابُ فِى تَخْلِيْقِ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَا لَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অধ্যায়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় ১৮ নং হাদিস শরীফ)

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ: (أَوْحَى أَللهُ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا عِيْسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، فَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، وَ لَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ لاَ النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَا ضْطَرَبَتْ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ فَسَكَنَ) (أَلْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ) "

দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানার অনুবাদঃ

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ (তাআ'লা) ঈসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহী পাঠালেন, তুমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রতি বিশ্বাস কর এবং তোমার উম্মতের যারা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) পাবে তাদেরকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রতি ইমান আনতে নির্দেশ দাও। কেননা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে আমি আদমকে (আলাইহিসসালাম) সৃষ্টি করতাম না আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে বেহেস্ত-দোযখ সৃষ্টি করতাম না। আমি আরশ সৃষ্টি করলে পর আরশ নড়া-চড়া করতে লাগল। এর ফলে আমি আরশের উপর " لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إ" লিখে দিলে আরশ শান্ত হয়ে গেল, [আল মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৪২৮০]।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ أَللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمَّا إِقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ :يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِى، فَقَالَ أَللّهُ : يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ ؟ قَالَ : يَا رَبُّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِى بِيَدِ كَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ ، رَفَعْتُ رَأْسِى فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لا إِلَهَ ألاَّ اللّه مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى إِسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ أَللّهُ : صَدَّقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ،أُدْعُنِى بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ) (أَلْمُسْتَدْرَكُ الْحَكِمُ)

তৃতীয় হাদিস শরীফখানার অনুবাদঃ

অর্থঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “ যখন আদম (আলাইহিসসালাম) ভুল করল তখন বলল : হে আমার প্রভূ ! আমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খাতিরে আমাকে ক্ষমা করে দিতে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ (তাআ'লা) বললেন, হে আদম (আলাইহিসসালাম) ! তুমি কিভাবে মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চিনলে অথচ আমি [এখনো] তাকে সৃষ্টি করিনি। তিনি বললেন : হে আমার প্রভূ ! কেননা নিশ্চয়ই আপনি যখন আমাকে আপনার হাতে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁক দিলেন তখন আমি আমার মস্তক তোলে আরশের পা বা স্তম্বের উপর “ لا إِلَهَ ألاَّ اللّه مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّهِ ” লেখা দেখলাম । এতে জানলাম- আপনি আপনার নিকট “অধিক প্রিয়সৃষ্টিকেই” আপনার নামের সাথে সংযোগ করেছেন। তখন আল্লাহ (তাআ'লা) বললেন, হে আদম (আলাইহিসসালাম)! তুমি সত্যিই বলেছ (জেনেছ) । নিশ্চয়ই সে আমাার নিকট “অধিক প্রিয়সৃষ্টি”। তার খাতিরে (উসিলায়) ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না [আল মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং- ৪২৮১]।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ أَللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ ،فَقَالَ: أَسأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : وَمَا مُحَمَّدٌ ؟ وَمَنْ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ : تَبَارَكَ إِسْمُكَ ، لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ ، فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ، فَعَلِمْتُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ إِسْمَهُ مَعَ إِسْمِكَ ،فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ ، إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَلَوْ لاَ هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ " (6502) المعجم الأَوْسَطُ للطبراني .

চতুর্থ হাদিস শরীফখানার অনুবাদঃ

অর্থঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “ যখন আদম(আলাইহিসসালাম) (ভুলবশত:) অপরাধ করে তাঁর মাথা আরশের দিকে তুলে বললেন :(হে আমার প্রভূ) আমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খাতিরে আমাকে ক্ষমা করে দিতে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি । তখন আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁর নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) করলেন: মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কি? মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)কে? তিনি বললেন : আপনার নাম মহান, আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করলেন তখন আমি আমার মস্তক আরশের দিকে তুলতেই

উহাতে " لا إِلَهَ ألاَّ الله مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ " লেখা দেখলাম । এতে জানলাম- আপনি আপনার "অধিক প্রিয়সৃষ্টিকেই" আপনার নামের সাথে যার নাম সংযোগ করেছেন তাঁর চেয়ে মহা সম্মাণীত কেউ নেই ।তখন আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁর নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) করলেন:হে আদম (আলাইহিসসালাম)! নিশ্চয়ই তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে শেষ নবী আর তাঁর উম্মত তোমার সন্তানদের মধ্যে শেষ উম্মত । আর তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না, আল মু'জামুল আওসাত,তাবারনী, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ أَبِي سُوَيْد الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَان بْنِ أَبِي الْعَا ص ،يَقُوْلُ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّيْ، قَالَتْ :" شَهِدْتُ آمِنَةَ لَمَّا وَلَدَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الْمَخَاضة نَظَرْتُ إِلَى النُّجُوْمِ تَدَلاًّ، حَتَّى إِنِّي أَقُوْلُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، خَرَجَ مِنْهُ نُوْرٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِيْ نَحْنُ فِيْهِ و الدَّارُ ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظُرُ إِلَيْه إلاَّ نُوْرٌ ." (20863) المعجم الكبير للطبراني .

পঞ্চম হাদিস শরীফখানার অনুবাদঃ

অর্থঃ ইবনে আবি সুওয়াইদ ছাকাফী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি উছমান বিন আবিল আ'স হতে শুনেছি , তিনি বলেন : আমার মা আমাকে এ সংবাদ দিয়ে বলেন : যখন আমেনা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে প্রসব করলেন (জন্ম দান করলেন) তখন আমি তাঁকে (আমেনাকে) দেখেছি । যখন তাঁর প্রসব বেদনা হল আমি তারকাসমূহকে ঝুলে যেতে দেখলাম এমনকি আমার মনে হল ওগুলো আমার উপর পড়ে যাবে ।অতপর: যখন তিনি (আমেনা) প্রসব করলেন (জন্ম দান করলেন) তখন উহা থেকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে)এমন নূর বের হল যার জন্য আমরা যে ঘরটিতে ছিলাম তা আলোকিত হয়ে গেল ।ফলে যে বস্তুর দিকে তাকাই না কেন উহাই নূর । আল-মু'জামুল কাবির ,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২০৮৬৩ ।

উপরোক্ত বর্ণিত চারখানা হাদিস শরীফের আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজমাঈন কর্তৃক সনদসূত্রে বর্ণিত । বর্ণিত সনদসূত্রসমূহে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ওমর বিন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম এবং অনেক তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ। উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলোতে তাঁরা বিশ্বাস ও আকীদা রেখেছেন বিধায় উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ মুসলমানদের নিকট প্রচারের উদ্দেশ্য বলে গেছেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যারা তাঁদের বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো বিশ্বাস করেন এবং সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমগণের অনুরূপ আকীদা রাখেন তা হলে তারা হলেন "সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম"তথা" خَيْرُ الثَّلاَثَة الْقُرُوْن " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র

একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

আর যারা সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজমাঈন কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো বিশ্বাস করেন না এবং তাঁদের অনুরূপ আকীদা রাখেন না তারা হলেন "মুনাকিদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম বা শংকর জাতীয় মুসলিম"তথা خَيْرُ الْقُرُوْنِ ثَلَاثَةٌ " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধী "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম ও নিকৃষ্ট উলামাকেরাম এবং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ"(আল- জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির পরিবর্তে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমন কি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজমাঈনগনের বিশ্বাস হচ্ছে "আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামাকে সৃষ্টি করা না হলে - اَلْمَخْلُوْقُতথা বিশ্বজগতই সৃষ্টি করা হতো না, তিনি হচ্ছেন- اَلْمَخْلُوْقُ তথা বিশজগত সৃষ্টির "প্রথম সৃষ্টি"। আরো জানলাম যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রিয় মাখলুক - اَلْمَخْلُوْقُ তথা বিশ্বসৃষ্টির মূল আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে নূরুমমাখলুকুন(" نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ")তথা "সৃষ্ট নূর "থেকেই সৃষ্টি করেছেন। এই নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ") তথা "সৃষ্ট নূর " হচ্ছে মাখলুক - اَلْمَخْلُوْقُ তথা বিশ্বসৃষ্টির "মূল নূর"। এই মূল নূরকেই মাখলুক- اَلْمَخْلُوْقُ - তথা বিশ্বসৃষ্টির "জাতী নূর"বলে। উপরোক্ত বর্ণিত হাদিস শরীফ ত্রয়ের আলোকে আরো প্রমাণিত হল যে, সমস্ত কিছুই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার নূর (نُوْرٌ)থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত কিছু বলতে বুঝায়, আলমে আমর, আলমে জাবারুত, আলমে মালাকুত এবং আলমে মুলক তথা এই বর্তমান বিশ্বজগত ও উক্ত আলমসমূহের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য আলমসমূহ যেমন- আলমে আরওয়াহ, আলমে আমছাল, আলমে বরযখ, আলমে হায়াওয়ানাত, আলমে নাবাতাত ইত্যাদি এবং আলমসমূহের অন্তর্ভূক্ত যাবতীয় উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, স্থূল ও সূক্ষ্ম কাজ ও বিষয়সমূহ।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "মহান সৃষ্টি" তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

সৃষ্টি তত্তের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনাতে এই বিষয়টি অবগত হলাম যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "নূর তথা নূরে মুহাম্মাদী" জগত সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহদানিয়্যাতের সাগরে তাঁর গুণকির্তনে মগ্ন ছিলেন। জগত সৃষ্টি হবার পর মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে আরশে আযীমে রেখে দিলেন। এখানেও তিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার তারীফ

প্রশংসায় সর্বক্ষন কাটান। মানব জাতির অন্যাণ্য রুহসমূহকে আলমে আরওয়াহে রাখা হয় ।মহান আল্লাহ তাআ'লার ইলমুল আযালিয়্যুতে তথা চিরন্তন জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ সিদ্ধান্ত ছিল যে, মহা আল্লাহ তাআ'লা স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট মাটির পৃথিবীতে মানব জাতির মধ্য হতে তাঁর এক প্রতিনিধি তথঅ খলিফা প্রেরণ করবেন । তিনি তাঁর এ মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দান করার মানসে মানব জাতির রুহসমূহকে আলমে আরওয়াহা তথা আল্লার জগত হতে এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আলমে আমর তথা সূক্ষ জগত তথা আরশে আযীম থেকে আলমে শুলক তথা স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে প্রেরণের জন্য এক অভিনব কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন ।

উহা হচ্ছে এ যে, যেহেতু রুহসমূহ সূক্ষাতি সূক্ষ নূর থেকে সৃষ্ট এবং মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিদ্যমান সূক্ষাতি সূক্ষ সুপ্রবৃত্তিসমূহ ও সুরিপুসমূহ যেমন - দয়া-মায়া, কামন-বাসনা, প্রেম-প্রীতি, আকর্ষণ-অনূরাগ, স্নেহ, ইশক, মহব্বত-ভালবাসা ইত্যাদি সূক্ষ বিষয়গুলো এবং সূক্ষাতি সূক্ষ কুপ্রবৃত্তিসমূহ ও কুরিপুসমূহ যেমন- হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-মিত্রতা,, লোভ-ক্ষোভ,মোহ, রাগ,গোস্বা,পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ইত্যাদি সূক্ষাতি সূক্ষ বিষয়সমূহ সূক্ষাতি সূক্ষ নূর থেকে সৃষ্ট সেহেতু স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট মাটির পৃথিবীতে এ সূক্ষাতি সূক্ষ নূর কোনক্রমেই অবস্থান করতে পারবে না ।তাই মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর মহান উদ্দেশ্য " স্থূল স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে খলিফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ" বাস্তবে কাযকর করার জন্য এক বিশেষ কুদরকতী কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন । মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দৃশ্যমান সৃষ্ট জাতিনূর থেকে উৎসরিত স্থূল নূরের তৈরী মাটি থেকে হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র দেহ কাঠামো সৃষ্টি করলেন ।এ স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট কাঠামো হল সূক্ষ নূর থেকে সৃষ্ট অন্যাণ্য সূক্ষাতি সূক্ষ প্রবৃত্তিসমূহ ও রিপুসমূহের আবাস স্থল বা অবস্থান স্থল ।যেহেতু বিশ্বসৃষিটর মূল নূরের ধারক ও বাহক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র দেহ কাঠামোর মধ্য দিয়েই স্থূল নূরের সৃষ্ট এ প্রিথিবীতে আনবেন বা প্রেরণ করবেন সেহেতু স্বতন্ত্র কৌশল হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা জিব্রাঈল আলাইহি সসালামকে যেখানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জ্যোর্মিয় পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত আছে সেখান থেকে কিছু পবিত্র মাটি এনে বেহেস্তের " তাসনীম" নামক ঝর্ণার পানি দিয়ে ধৌত করে মিশক-আম্বরের সাথে মিশায়ে সুবাসিত করে হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র ললাট দেশে মর্দন করে দিতে বললেন । হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র মোবারক দেহ কাঠামো খানা হল সূক্ষ নূর থেকে সৃষ্ট সমস্ত রুহসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সূক্ষাতি সূক্ষ নূরের জন্য "কভার" স্বরূপ । এটা এ জন্য যে, অন্যথায় সূক্ষাতি সূক্ষ নূর থেকে সৃষ্ট মানব জাতির সকল সূক্ষাতি সূক্ষ রুহসমূহ বিশেষকরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শক্তিশালী সূক্ষাতি সূক্ষ নূর মোবারক স্থূল স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে নিম্নগামী হয়ে অবস্থান করতে পারবে না বিধায় সূক্ষাতি সূক্ষ নূর থেকে তৈরী দেহ কাঠাসমাকে স্থূল নূরের তৈরী মাটির কভার পরায়ে এ আলমে মুলক তথা এ বিশ্বভূবনে আনা হয়েছে। এ জন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাহ্যিক দেহমোবারক চামড়া দ্ধারা ঢাকা সত্বেও তাঁকে হাকিকতে নূরের মানুষ বলা হয়ে থাকে ।যেমন- গ্যাস জাতীয় পদার্থকে তরল পদার্থের সংমিশ্রণে কোন পাত্রে রাখা হয় । তরল পদার্থ ছাড়া উহার অবস্থান অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে ।অবস্থান স্থলের দিক দিয়ে গ্যাসকে তরল মনে হলেও উহা বাতাস জাতীয় পদার্থ ।ঠিক তেমনিভাবে সকল রুহসমূহ বিশেষ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শক্তিশালী সূক্ষাতি সূক্ষ নূরের অবস্থাও তাই । অর্থাৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামার দেহ মোবারক দেখতে বাহ্যিকভাবে চামড়া জাতীয় হলেও আভ্যন্তরীণভাবে নূরে পরিপূর্ণ। তা ছাড়া, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারদেহমোবারকের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুষের দেহ গঠনের উপাদানের চাইতে ভিন্নতর ।যেমন আকায়েদে নাসাফীর সংকলক হযরত ওমর নাসাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ প্রসঙ্গে বলেন: আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাথা মোবারক জান্নাতের “মিশক” হতে, চুল মোবারক জান্নাতের তরুলতা হতে,হাড় মোবারক জান্নাতের “কাফুর” হতে, চেহারা মোবারক “রিদা তথা সন্তুষ্টি” নামক সূক্ষ বিষয় হতে, চক্ষু মোবারক “হায়া বা লজ্জা” নামক সূক্ষ বিষয় হতে,জিহ্বা মোবারক “জিকর তথা স্বরণ” নামক সূক্ষ বিষয় হতে,ঠোট মোবারক “শাফাকাত তথা স্নেহ” নামক সূক্ষ বিষয় হতে, বক্ষ মোবারক “ইখলাষ তথা খাটিত্ব” নামক সূক্ষ বিষয় হতে,হাত মোবারক “কুয়্যাৎ তথা শক্তি” নামক সূক্ষ বিষয় হতে, পা মোবারক “রিদা তথা সন্তুষ্টি” নামক সূক্ষ বিষয় হতে এবং কলব্ বা অন্তর মোবারক “রহমত তথা দয়া-করুণা” নামক সূক্ষ বিষয় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে (নুজহাতুল মাজালিস)।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার আলোকে বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারদেহমোবারকের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুষের দেহ গঠনের উপাদানের চাইতে স্বতন্ত্র। অতএব, সৃষ্টি তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে ইহা প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিগত দিক দিয়েও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নহেন ।

সিদ্ধান্তঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাসহ কোন নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকেই বিশেষণ শব্দযোগ বিহীন শুধু আমাদের মত মানুষ বলা বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচার আচরন যদিও তাঁরা জাতিগত দিক দিয়ে আমাদের মত মানুষ ছিলেন । মহান আল্লাহ তাআ'লাই সমধিক জ্ঞাত ।